জিতলে নারীদের উন্নয়নে কাজ করবেন প্রার্থী রোকসানা কামাল

দুবার সামান্য ভোট পরাজিত হয়েছি। এবার আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে না চাইলেও ভোটাররা আমাকে বাধ্য করিয়েছে ভোট করতে। ভোটারদের চাপের জন্যই আমি ভোট করছি। ভোটারদের কাছ থেকে সাড়াও পাচ্ছি এবার।

৭ নং ওয়ার্ডে ভোট চাইতে এসে এক সাক্ষাতকারে মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ কথা জানান ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থী রোকসানা কামাল রুনু।

৩ নং (৭,৮,৯)ওয়ার্ডে আনারস মার্কা প্রতিক নিয়ে সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে তৃতীয় বারের মত ভোট যুদ্ধে নেমেছেন রোকসানা কামাল (রুনু)।

রোকসানা কামাল (রুনু) জানান, প্রথম বারে পান পাতা মার্কা নিয়ে ও পরের বার রিবসা মার্কা প্রতিক নিয়ে ভোট করেছি। খুব সামান্য ভোটে হেরেছি। এবার আনারস মার্কা নিয়ে ভোট করছি। প্রতিদিনই মাঠে ময়দানে ভোট চাইতে যাচ্ছি। সাধারণ ভোটাররা আমাকে ভোট দেবেন বলে জানাচ্ছেন। এবার বিশেষ করে নারী ভোটটাররা কোমর বেঁধে আমার পক্ষে কাজ করছেন।

ভোটে জিতলে অসহায় নারীদের পাশে থেকে তাদের উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানালেন এই প্রার্থী।

তার কর্মী জোবেদা খাতুন জানালেন, খুব বড় মনের মানুষ রুনু আপা। সে এলাকার মানুষের মন জয় করেছে। এবার ভোটাররা তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে।

মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ড ব্যাপক গণসংযোগ চালালেন আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ

মেহেরপুর পৌরসভার দলীয় মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের পক্ষে গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ ও ভোটারদের কাছে ভোট চাইলেন জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার শহরের ২ নং ওয়ার্ড হালদারপাড়া, বোশপাড়া, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় পাড়া, থানাপাড়া বড় বাজার পাড়া ও মুখার্জিপাড়া এলাকায় রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ গণসংযোগ চালান নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজানা আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, ব্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সাধারণ অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক ও জজকোর্টের পাবলিক প্রশিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক দফতর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মকলেছুর রহমান স্বপন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি আসফারুল হাসান সুমনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ব্যাপক গণসংযোগ চালান । এসময় তারা নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং লিফলেট বিতরণ করেন।

সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশী তল্লাশী অভিযান

নির্বাচনে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ও মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে পুলিশী তল্লাশী।

আজ রবিবার (৫ জুন) দুপুরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশের বিরাট টীম সদর উপজেলার বারাদী বাজার, আমঝুপি বাজার, শহরের কলেজ মোড়, চুলকানির মোড়, ওয়াপদার মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে এ তল্লাশী অভিযান চালান পুলিশ।

এসময় সদর থানার তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত) জুলফিকার আলী, পুলিশের টিএসআই ফেরদৌস হাসানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ অংশ নেন। তল্লাশী অভিযান চালানোর সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৫ টি মোটরাসাইকেলের নামে মামলা দেয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট টিএসআই হাসান ফেরদৌস বাদী হয়ে মামলা করেন।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে র্নিবাচনী এলাকার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি ভাল ও সার্বিক পরিবেশ শান্ত রাখতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তল্লাশী অভিযান শুরু করেছে। নির্বাচনী এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অপরচিতি লোক,মটরসাইকেল, বড় গাড়ি, প্রাইভেট কারসহ সকল ধরনের যানবাহন তল্লাশী করা হয়েছে।

১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা, আমঝুপি, বারাদী, শ্যামপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আবারও বাড়ল গ্যাসের দাম

আবাসিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মাসিক বিল এক চুলার ক্ষেত্রে ৯৯০ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ১ হাজার ৮০ টাকা করা হয়েছে। জুলাই মাস থেকে এ দাম কার্যকর হবে।

রোববার বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আবু ফারুক এ দাম ঘোষণা করেন।

এখন আবাসিক গ্রাহকদের এক চুলার জন্য ৯২৫ টাকা আর দুই চুলার জন্য ৯৭৫ টাকা মাসে বিল দিতে হয়। সে হিসাবে এক চুলার ক্ষেত্রে ৬৫ টাকা ও দুই চুলার ক্ষেত্রে ১০৫ টাকা বাড়ল।

গত ২১ মার্চ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে গ্যাস বিতরণ

কোম্পানিগুলোর দাম বাড়ানোর বিপরীতে গণশুনানি করে বিইআরসি।

ওই শুনানিতে গ্যাসের দাম ১১৭ শতাংশ, অর্থাৎ এক চুলা ৯২৫ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা, দুই চুলা ৯৭৫ থেকে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা করার প্রস্তাব করার বিপরীতে দুই চুলা ৯৭৫ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৮০ টাকা এবং এক চুলার ট্যারিফ ৯২৫ থেকে বাড়িয়ে ৯৯০ টাকায় উন্নীত করার সুপারিশ করে বিইআরসি।

দেশের ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি গত জানুয়ারিতে গড়ে ১১৭ শতাংশ দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিল। এতে এক চুলায় ২ হাজার ও দুই চুলায় ২ হাজার ১০০ টাকা করার দাবি করা হয়েছিল।

বিইআরসির চেয়ারম্যান আবদুল জলিল ২১ মার্চ শুনানিতে বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ১১৭ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়। দুর্বল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে না। সবার আগে জনগণ।

চট্টগ্রামের বিস্ফোরণে ২৫ লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী। শনিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় চার শতাধিক দগ্ধ ও আহত হয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, আহতদের মধ্যে শ্রমিক, পুলিশ সদস্য ও ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা রয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অনেককে বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ওই ডিপোতে ৫০ হাজারের বেশি কনটেইনার রয়েছে। কেমিক্যাল কনটেইনার থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা

হচ্ছে। আগুন লাগার পর কনটেইনারগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকে। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থল থেকে তিন-চার কিলোমিটার এলাকা কেঁপে ওঠে। আশপাশের বাড়ি-ঘরের জানালার কাচ ভেঙে পড়ে।

অগ্নিদগ্ধদের জরুরি চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামের সব চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। বেসরকারি হাসপাতালসহ সব হাসপাতাল প্রস্তুত রয়েছে আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য।

চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামীম আহসান বলেন, ছুটিতে থাকা সব চিকিৎসক-নার্সকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এতসংখ্যক রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত নেই। এ জন্য জরুরি ভিত্তিতে ওষুধ, স্যালাইন, পেইন কিলার নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর অনুরোধ করছি সবাইকে। সেই সঙ্গে আশপাশের উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসক আনা হয়েছে। তবু চিকিৎসা দিয়ে পেরে উঠছি না আমরা।

চমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক রাজিব পালিত বলেন, দগ্ধদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। তাদের চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। এ জন্য রক্ত চেয়ে মাইকিং করা হচ্ছে। আশপাশের সবাইকে হাসপাতালে এসে রক্ত দিয়ে আহতদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আমাদের সদানন্দ

আজ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নিবেদিত এক প্রাণের নাম সদানন্দ। তিনি পরিবেশ রক্ষায় কথা বলেছেন খোলামেলা। সদানন্দের মতে পরিবেশের সুস্থতার সাথে পাখিদের সম্পর্ক সুগভীর। এক কথায় একটি সূচক। ছোট ঘাস ফুলের পরাগায়ন থেকে উদ্ভিদের বংশবিস্তার এবং সার্বিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের প্রভাব প্রকৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে। নদী-জলাশয়-ঘাসবন-

প্লাবনভূমিতে সমৃদ্ধ আর ভারতীয় সীমান্তবর্তী বনাঞ্চলের সৌন্দর্যমণ্ডিত মেহেরপুরে পাখির সমৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখের দাবিদার; তবে তা অনেকটাই আড়ালে রয়ে যাওয়া। এই অঞ্চলের পাখিদের প্রতি ভালোবাসা আর সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে যারা এগিয়ে এসেছেন- সেরকমই একজন সদানন্দ মন্ডল। তিনি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক, মনে-প্রাণে একজন প্রকৃতিপ্রেমি ও পাখি পর্যবেক্ষক।

মেহেরপুরে সদরে ডিসি অফিস সংলগ্ন কর্মস্থলের পাশেই ছিলো ভৈরব নদী। অফিসের জানলা দিয়েই নদীপাড়ের লাল-লতিকা হট্টিটির অনবদ্য খাবার খুঁজে খাওয়ার দৃশ্য এবং চাঁদনি রাতে মনকাড়া ডাক ভেসে আসতো অফিস কম্পাউন্ড অবধি। গভীর রাতে ভৈরব নদের পন্ডের ঘাটের বড় গাছগুলো থেকে খয়রা মেছোপ্যাঁচার গম্ভীর কণ্ঠে “হুউম-হুউম” ডাক শোনা যেত। সেই ২০০৩ সাল থেকে পাখির প্রতি ভালোবাসা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। শুরু করেন প্রকৃতিতে পাখি চেনার চেষ্টা। মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর উপজেলায় এ পর্যন্ত তিনি ১৬১ প্রজাতির পাখি শণাক্ত করেছেন।

পাখি পর্যবেক্ষণের স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরীর উল্টোদিকে টাংগার মাঠের কথা বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। শীতে এখানে সর্বাধিক ধুসর মাথার টিটি, গোল্ডেন প্লোভার, গ্রে প্লোভার পাখিদের দেখা মেলে। দেশীয় পাখিদের মধ্যে, শামুখ খোল, মেটে বুক ঝিলি, জলমুগরী, পানকৌড়ির আদর্শ আবাস্থল। বিসিকের পাশেই খড়ের ঘাস বনে সারাবছরই প্রাণবন্ত; প্রিনা, ভোমরা ছোটনের মতো ঘাস পাখিরা সারা বছরই কলরবে মুখরিত করে রাখতো। তেরোঘরিয়া বিলও মেহেরপুরের প্রেক্ষাপটে দুর্লভ পাখিদের আশ্রয়স্থল ছিলো। পানকৌড়ি, মেটে হাঁস, সরালীদের বড় এক আবাস্থল। তালসারির তালগাছে দেশী বাবুইয়ের বাসা ঝুলে থাকতো, আমবাগানে দেখা মিলতো পাপিয়া, লালপাড় ঘুঘু। মুজিবনগর আম্রকাননে সারাবছরই বাংলা কোকিল, বেনেবউ, গরমে পাপিয়া দের ডাকে ম-ম করতো। আমঝুপি নীলকুঠির পুরানো গাছগুলোর কোঠরে বাস করতো কুঠুরে পেঁচা, মেছো পেঁচা এবং দুর্লভ বাফি ফিশ আউল। পুরোনো রেইন-ট্রি গাছের মাথায় সকালে ফুল খেতে আসতো প্লাম-হেডেড প্যারাকিটদের ঝাঁক।

অভিজ্ঞ এই পাখিপ্রেমিক দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের সঙ্গে। বিগত ৩ বার জাতীয় পর্যায়ে শীতের পাখি শুমারিতে অংশ নিয়ে তিনি ছুটে গেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে-ভোলার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০২০ সালে টাঙ্গুয়ার

হাওরে। বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের জীব বৈচিত্র রক্ষাকারী সংগঠন বা বিবিসিএফ এর একজন সদস্য এবং পাখি ও পরিবেশ রক্ষায় বিবিসিএফ এর সাথে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া নিজেও গ্রামীন পর্যায়ে পাখিদের আবস্থাল গুলোতে চাষীদের, জনগনকে এবং বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের পাখিদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন, সুযোগ পেলেই তাদের গুরুত্ব বোঝান।

শিক্ষক হিসেবে তার হাত ধরে পাখি দেখায় এগিয়ে আসছে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। ২০১৭ সালে ক’জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি দল “কিচির-মিচির”। আজ সেখানে যুক্ত হয়েছেন পাখিদের ভালোবাসেন এমন অনেকে। নিয়মিত পাখি পর্যবেক্ষণ, শিকার রোধে স্থানীয় মানুষদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি সহ নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন তাঁরা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাখি রক্ষার জন্য কাজ করা সহজ নয়। তিনি জানান, অপরিকল্পিত উন্নয়ন পাখির গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলগুলোর উপরে আঘাত হানছে। টাংগার মাঠে মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং পাশের কাজলী খালের পানি স্বল্পতা ও কাদা তৈরি না হওয়ায় শীতে তেমন পাখি দেখা যায় না। গৌরিনগর মাঠেও নিবিড় চাষাবাদে, কীটনাশক প্রয়োগে কীটপতঙ্গ কমে যাওয়ায় অনেক পাখি কমে গেছে। এ অঞ্চলের একাংশ মানুষ এখনও পরিবেশে পাখির গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। ফাঁদ পেতে শিকার, গুলটি ব্যবহার ও ফলজ গাছে ক্ষতিকারক মিহি জালের ব্যবহার পাখিদেরকে বিপদাপন্ন করে তুলছে এবং সবমিলিয়ে ঝুঁকিতে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জমিতে এক ধরণের গাছ লাগানোতে পাখিদের খাবার, কীটপতঙ্গের বৈচিত্রের অভাবে অনেক প্রজাতি কমে যাচ্ছে।

সদানন্দ বলেন, একটি প্যাঁচা গড়ে প্রতিদিন একটি করে ইঁদুর খেয়ে জীবদ্দশায় দশবছরে ৩,৬৫,০০০ টাকার ফসল রক্ষা করে অপরদিকে ঠিক একই মূল্যে পরিবেশের বড় অংশ জুড়ে বাস্তুতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং কোন অঞ্চলে পাখি কমা বা বিলুপ্তি সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও পরিবেশকে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মেহেরপুরের দৃষ্টির আড়ালে ও অবহেলিত পাখিদের আবাসস্থলগুলো সংরক্ষণে এগিয়ে আসার সময় এখনই।

লেখক: জৌষ্ঠ সাংবাদিক ও গ্রন্থ প্রণেতা

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর মামলায় ৩ জন এবং সিআর মামলায় ১ জন আসামী।

শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

আজ রবিবার (৫ জুন) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি ও কুটুক্তি করে মন্তব্য করার প্রতিবাদে সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

শনিবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর ২ আসনের সাবেক

সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, সাবেক সহ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেচুর রহমান, পিপি অ্যাড.পল্লব ভট্টাচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধনসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলীর নেতৃত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমী সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে শেষ হয়।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলের দুটোতেই বিজয়ী গাংনী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

শনিবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলে গাংনী উপজেলা একাদশ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশকে এবং একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ গাংনী উপজেলা একাদশ মেহেরপুর পৌর সভার বিপক্ষে ওয়াক-ওভার লাভ করে জেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল খেলায় নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।
পরে খেলাটি ট্রাইব্রেকারে গড়াই। স্পট কিকে গাংনীর পক্ষে টিটু, নাঈম, বারিউল, হৃদয় এবং আরাফাত একটি করে গোল করেন। মেহেরপুর পৌর সভার পক্ষে আসিফ, সাজ্জাদ, পারভেজ, সাদ উল্লাহ একটি করে গোল করেন।
এদিকে একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ তে মেহেরপুর পৌর একাদশ না আসায় গাংনী উপজেলা একাদশকে ওয়াক-ওভার দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে কার্পাসডাঙ্গায় বিক্ষোভ

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তি ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।